بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৬ ডিসেম্বর ২০২২

আজ ১৬ই ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমরা দীর্ঘ প্রতীক্ষার বিজয় অর্জন করেছি। আজকের এই মহান দিনে আমি দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বিজয়ের এইদিনে, আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি- যাঁর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের প্রতি-যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি গৌরবময় পরিচয়। একইসাথে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র ,বিদেশি বন্ধু, প্রবাসী বাঙালি ও কূটনৈতিক কোরের সদস্যদের প্রতি, মুক্তিযুদ্ধকালে যাঁদের সহযোগিতা আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সংগীত। বঙ্গবন্ধু একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত, অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন, তখনই দেশ ও জাতির শত্রু, স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে আবার পিছনে টেনে নিয়ে যাবার কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য কন্যা ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে জনগণকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দীর্ঘ ১৫ বছরের লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬-এ আবার শুরু হয় সোনার বাংলা গড়ার কার্যক্রম। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থির করা হয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০২১ সালে অর্জন করে মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে পরিণত হবার বহুল প্রতিক্ষিত জাতিসংঘ ঘোষণা। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা করে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্রুততম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যখন ইউক্রেন সংকটে বিশ্ব টালমাটাল তখনও বাংলাদেশ রয়েছে অবিচল। নভেম্বর মাসে এসেছে জাতীয় জীবনে প্রথমবারের মতো একমাসে ৫ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয়, প্রবাসী আয়েও বেড়েছে গতি, কৃষিতেও প্রতিনিয়ত হচ্ছে নতুন রেকর্ড।

এই ধারা অব্যাহত রেখে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই মহাযজ্ঞে যারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশে ও প্রবাসে থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে জানাই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে আমরা একসাথে কাজ করে যাবো- বিজয়ের এই দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এম.পি)

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd